প্রথম আলো

তারিখ 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৫০ লাখ বই ছাপাই হয়নি

কিন্ডারগার্টেন ও স্বীকৃতি না থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা বিপাকে

পরিফুজ্জামান ●

বিনামূল্যের প্রায় ১৮ কোটি ৬৮ লাখ বই বিতরণে সফল হয়েছে সরকার। কিন্তু বিক্রির জন্য চাহিদা থাকা প্রায় ৫০ লাখ বই এখন পর্যন্ত ছাপার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বছরের প্রথম সপ্তাহ পার হওয়ার পর এনসিটিবি এখন বলছে, এসব বই-মূল্যে, না বিনামূল্যে দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যায়নি।

জানা যায়, এই সিদ্ধান্তহীনতার ফলে দেশের কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও একাডেমিক স্বীকৃতি না থাকা বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা বই সংকটের মুখে পড়েছে। বিনামূল্যে পাওয়া দূরে থাক, মূল্য দিয়েও এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বই কিনতে পারছে না। এনসিটিবির হিসাবে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ৩৩ লাখ বইয়ের চাহিদা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ চাহিদা প্রায় ৫০ লাখ বলে প্রকাশকেরা মনে করছেন।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বছরের প্রথম কার্যদিবস থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গতকাল পর্যন্ত বিনামূল্যের বই পেয়ে গেছে। সরকারের এক বছরের সাফল্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বিষয়টি। বিশেষ করে প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেওয়ার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে।

এর পাশাপাশি টাকা দিয়েও বই কিনতে পারছে না কিন্ডারগার্টেন ও একাডেমিক স্বীকৃতি না থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রছাত্রীরা। এর কারণ, এনসিটিবি এসব বই ছাপার উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেয়নি। গত মঙ্গলবার এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গতকাল পর্যন্ত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি আছে, সেগুলোকে বিনামূল্যে বই দেওয়া হবে। বাকিগুলোর বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রকাশকেরা বলছেন, ফেব্রুয়ারির আগে এসব বই পাওয়া যাবে না। কারণ, দরপত্র, কার্যাদেশ, বই ছাপা ও বাঁধাইসহ নানা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগবে। তাঁরা আরও বলছেন, এনসিটিবি নিজেকে রক্ষার জন্য বছরের শুরুতে এখন মূল্য, না বিনামূল্য—এমন যুক্তি দিচ্ছে। তাঁরা জানান, প্রাথমিকে বিনামূল্যের বইয়ের দরপত্র আহ্বানের পাশাপাশি বিক্রির জন্য চাহিদা থাকা বইয়ের দরপত্রও আহ্বান করা হয়েছিল। এই দরপত্রের কার্যাদেশ এখন পর্যন্ত দেয়নি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। তাঁরা আরও বলেন, বিনামূল্যে বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা আগেই নেওয়ার কথা ছিল। এখন সংকট সৃষ্টি হওয়ার পর এমন প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, দু-এক দিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে না টাকার বিনিময়ে বই দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই বই ছাপা শেষ হবে। সবকিছু প্রস্তুত হয়ে আছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট দেখে বা অন্য উপায়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

বিএনপিপন্থী বেসরকারি শিক্ষকদের মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী মো. সেলিম ভূঁইয়া বলেছেন, মূল্যের বই তো বটেই, বিনামূল্যের বইয়ের জন্য মফস্বলে হাহাকার চলছে। তিনি দাবি করেন, মফস্বলেও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যের বই পায়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বইয়ের জন্য কান্না

প্রথম আলো ডেস্ক ●

চট্টগ্রামে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই না পেয়ে কেঁদে ফেলেছে। রাজশাহীতে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো বই না পাওয়ায় ১০ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরুর বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বরিশাল, সিলেট, খুলনারও হাজার হাজার শিক্ষার্থী পাঠ্যবই না পেয়ে বিপাকে পড়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী একাডেমিক স্বীকৃতি নেই এমন বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে বই দেওয়া হয় না। তাদের জন্য আলাদাভাবে পাঠ্যবই ছাপা হয়, যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এবার এখনো সেই বই ছাপার প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি।

শিক্ষার্থীদের কান্না : সেন্ট স্কলাসটিকা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে গতকাল বই বিতরণ করা হলেও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীদের বই দেওয়া হয়নি। বই না পেয়ে খুদে ছাত্রীদের অনেকে কেঁদে ফেলে। এখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার ২০০। অধ্যক্ষ সিস্টার মেরী পালমা বলেন, 'বড়রা বই পেলেও ছোটরা পায়নি। এ জন্য খুব মন খারাপ তাদের।' সিলেটের অনেক কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীও বই না পেয়ে কান্নাকাটি করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪